সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪২
WEEKLY BOOKLET:342

আমিরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর রবিউল আখির ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ডিসেম্বর ২০১৯ এ (করাচিতে) মাদানী মুযাকারার শুরুতে অনুষ্ঠিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন বয়ানের লিখিত পুষ্পধারা (সংশোধন এবং সংযোজন সহকারে) নামকরণ

শাহেনশাহে বাগদাদের জীবনী

ভয় পাওয়ার একটা বড় ব্যাপার ০৫
নানা জানের কারামত ১২
গাউসে পাকের ঘোষণা ১৬
বেলায়ত নবুয়তের উর্ধ্বে নয় ২০

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া রিসার্চ সেন্টার
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

শাহেনশাহে বাগদাদের জীবনী

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক, যে ব্যক্তি **"শাহেনশাহে বাগদাদের জীবনী"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে আমাদের প্রিয় গাউস পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ফয়েয ও বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করুন এবং তাকে তার পিতামাতার সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে-মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে দিনে এবং রাতে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাকের বদান্যতায় দায়িত্ব হলো তিনি তার সেদিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(মু'জামে কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস: ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাকের চরণযুগল

হযরত আবু সাঈদ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হিবাতুল্লাহ তামিমী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যৌবনকালে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বাগদাদে গেলাম, তখন ইবনে সাক্বাহ (নামে এক ব্যক্তি) আমার সাথে নেযামিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতো, আমরা ইবাদত পরায়ন এবং সৎ পরায়ন লোকদের (অর্থাৎ আল্লাহর নেক বান্দাদের) যিয়ারত করতাম।

www.dawateislami.net

বাগদাদে এক ভদ্রলোক "গাউস" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তার এই কারামত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি যখন চান প্রকাশ হন এবং যখন চান চোখের আড়াল হয়ে যান, একদিন আমি, ইবনে সাক্বা এবং হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী যিনি তখন যুবক ছিলেন, আমরা সেই গাউসের যিয়ারতে গেলাম। পথিমধ্যে ইবনে সাক্বাহ বলল: আজ আমি সেই গাউসকে এমন প্রশ্ন করব যার উত্তর সে দিতেই পারবে না। معاذالله আমি বললাম: আমিও একটি প্রশ্ন করবো, দেখি তিনি কি উত্তর দেন।

হযরত শায়খ আব্দুল কাদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আল্লাহর পানাহ! আমি তাঁর সামনে কিছু জিজ্ঞেস করবো! আমি তো তাঁর দীদারের বরকত লাভ করবো। আমরা যখন সেই গাউসের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে তার নির্ধারিত স্থানে পেলাম না, কিছুক্ষণ পর তিনি আগমন করলেন, ইবনে সাক্বার দিকে রাগান্বিত হয়ে তাকালেন এবং বললেন: হে ইবনে সাক্বা তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে যার উত্তর আমি জানি না, তোমার প্রশ্ন এটা আর তার উত্তর এটা, নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে অবিশ্বাসীদের আগুনে জ্বলতে দেখছি। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: হে আবদুল্লাহ! তুমি আমার নিকট এই মাসআলা জিজ্ঞেস করবে যে, আমি কি উত্তর দিই, তোমার মাসআলা এটা এবং উত্তর এটা, অবশ্যই তোমার উপর পৃথিবী এতো গোবর (ময়লা) নিক্ষেপ করবে, তুমি কান পর্যন্ত তাতে ডুবে যাবে, এটাই তোমার বেআদবীর প্রতিদান। অতঃপর তিনি হযরত শায়খ আব্দুল কাদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দিকে তাকালেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং তাঁকে সম্মানপূর্বক বললেন: "হে আব্দুল কাদের! নিশ্চয়, আপনি আপনার সদাচরণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করেছেন, এই মুহূর্তে আমি দেখছি আপনি বাগদাদের সমাবেশে বলছেন যে, আমার পা আল্লাহর সকল ওলীর (গর্দানের) ঘাড়ের

www.dawateislami.net

উপর এবং যুগের সমস্ত ওলী আপনাকে সম্মান করার জন্য তাদের ঘাড় নত করে দিয়েছে। সেই গাউস একথা বলার পর আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন এরপর আমরা তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। শায়খ আব্দুল কাদের رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'র আল্লাহর নৈকট্যের লক্ষণ প্রকাশ হলো, অবশ্য ইবনে সাক্বাহ একজন অমুসলিম রাজার সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়ে গেলো, তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে বললো: " অমুসলিম হয়ে যাও। সেই দুর্ভাগা তার মিথ্যা ধর্ম কবুল করে নিলো আল্লাহ পাকের পানাহ! (আব্দুল্লাহ বললো:) রইলাম আমি, আমি দামেস্ক গেলাম, সেখানে সুলতান নূরুদ্দিন শহীদ আমাকে এনডোমেন্ট অফিসার হতে বাধ্য করলেন এবং পৃথিবী আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে আসলো। সেই গাউস আমাদের ব্যাপারে যা বলেছিলেন সবই সত্যি হলো। **(বাহজাতুল-আসরার, ১৯ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহর ওলীদের সাথে বেয়াদবী করাকে ভয় করো

ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়ায় রয়েছে: সেই অমুসলিম বাদশাহ ইবনে সাক্বার মুরতাদ হওয়ার পর তার কন্যা দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু ইবনে সাক্বাহ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বাজারে নিক্ষেপ করে, সে ভিক্ষা করতো অথচ তাঁকে কেউ দিতো না। এক ব্যাক্তি যে তাকে চিনতো, যখন তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো তখন সে জিজ্ঞেস করলো তুমি তো হাফিয ছিলে এখনও কি তোমার কুরআন মুখস্থ আছে সে বললো, সব ভুলে গেছি (অর্থাৎ ভুলে গেছে) একটি মাত্র আয়াত স্মরণ আছে।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَوۡ كَانُوۡا مُسۡلِمِيۡنَ

(পারা: ১৪, হিজর: ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা করবে কাফিররা যদি তারা মুসলমান হতো!

www.dawateislami.net

ইমাম ইবনে আবি আসরূন বলেন: একদিন আমি ইবনে সাক্বাকে দেখতে গেলাম এবং তাকে এই অবস্থায় পেলাম যেন তার সমস্ত শরীর আগুনে পুড়ে গেছে, মৃত্যু তার উপর আক্রমণ করেছে, আমি তাকে কিবলার দিকে ফিরালাম তখন সে অন্য দিকে ফিরে গেলো, আমি যতবার তাকে কিবলার দিকে ফিরালাম সে ততোবার কিবলা থেকে ফিরে গেল এমনকি কিবলার অপর দিকে মুখ ফিরা অবস্থায় তার প্রাণ বের হয়ে গেলো, "সে ঐ গাউসের কথা মনে করতো এবং জানতো যে, সেই বেয়াদবী আমাকে এই বিপদের সম্মুখীন করেছে। আল্লাহ পাকের পানাহ। আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী এবং ইমাম ইয়াফিয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِما বলেন: এই ঘটনাটি অনুরূপ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এবং এর উদ্ধৃতকারীদের অনেকেই বিশ্বস্ত।

(ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়া, ৪১৫ পৃষ্ঠা, মিরআতুল জিনান, ৩/২৬৮)

আল আমাঁ কাহার হে এ্যায় গাউস ওহ তিখা তেরা
মারকে ভি চাইন সে সুতা নেহি মারা তেরা
আকল হুতি তো খোদা সে না লড়াই লেতে
ইয়ে ঘাটায়ে উসে মঞ্জুর বাড়হানা তেরা
মিঠ গায়ে মিঠতে হে মিঠ জায়েঙ্গে আদা তেরে
না মিঠা হে না মিঠেগা কাভি চর্চা তেরা
তো ঘাটায়ে সে কিসি কে না ঘাটা হে না ঘাটে
জব বারহায়ে তুঝে আল্লাহ তাআলা তেরা
সাম্মে কাতিল হে খোদাকি কসম উনকা ইনকার
মুনকিরে ফযলে হুযুর আহ ইয়ে লিখা তেরা
বায আশহাব কি গোলামী সে ইয়ে আখেঁ পেরনি
দেখ উড় জায়েগা ঈমান কা তোতা তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ:২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ভয় পাওয়ার একটা বড় ব্যাপার

ইমাম ইবনে-হাজার হায়তামী মাক্কী-শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই ঘটনায় ওলীদেরকে অস্বীকার করার প্রতি কঠোর তিরস্কার করার উদ্দেশ্য, এই ভয়ে যে, অস্বীকারকারী (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম বা তাদের কারামত ও ক্ষমতা বিশ্বাস না করা) এই ধ্বংসাত্মক ফেতনায় চিরকালের জন্য নিপতিত হবে যার চেয়ে নিকৃষ্ট মন্দ আর নেই, যাতে ইবনে সাক্কাহ পতিত হয়েছিল, আল্লাহ পাকের পানাহ। আমরা মহান আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর সত্তা এবং তাঁর মহান রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ওসিলায় দোয়া করছি যে, তিনি যেনো আমাদেরকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের সাথে এগুলো থেকে এবং প্রতিটি পরীক্ষা ও কষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন। এছাড়া এই ঘটনায় এ বিষয়ের প্রতিও অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে যে, আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা রাখা এবং যথাসম্ভব তাঁদের প্রতি সুধারণা করা। **(ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়া ৪১৫ পৃষ্ঠা)**

সায়্যেদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়জনদের উত্তম আদব নসীব করুন ও তাঁদের ভালোবাসায় মৃত্যু দান করুন এবং তাঁদের দলভুক্ত করে পুনরুত্থান করুন। আমীন! আমীন

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৮/৪০১)

মাহফুয সাদা রাখনা সাহা! বে আদবো সে
আওর মুঝসে ভি সারজাদ না কাভি বেয়াদবি হো

(ওয়াসায়িলে বখশিশ: ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউসে আযম! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর

www.dawateislami.net

মকবুল বান্দা এবং আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ সম্মান ও শ্রদ্ধা করার, তাঁদের ওরস পালন করার, তাঁদের মাযার সমূহে উপস্থিত হওয়ার এবং তাঁদের জীবনী ও শান মান বর্ণনা করার তৌফিক দান করেছেন।

আউলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গাণে দ্বীন হলেন মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাঁদের সারা জীবন মহান আল্লাহ ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র স্মরণে অতিবাহিত হয়। আমাদেরকেও তদ্রূপ শরীয়ত অনুযায়ী জীবনযাপন করা উচিত। আল্লাহ পাক তাঁর আউলিয়ায়ে কেরামদের উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন।

আউলিয়ায়ে কেরামের শান ও মর্যাদার জন্য একটি কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করছি যেমনটি ১১ তম পারা সূরা ইউনুসের ৬২ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের না কোন ভয় আছে না কোন দুঃখ।

দুনিয়া ও আখেরাতে শঙ্কামুক্ত

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ 'র জন্য দুনিয়াতে কোনো ভয় নেই, আখিরাতেও তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহ পাক সম্মান ও মহত্ত্বের সাথে তাঁদের স্বাগতম জানাবেন এবং তাঁদের চিরকাল বসবাসের জন্য নেয়ামত সমূহ দান করবেন। **(হিকায়ত ও নসিহত, ৩৬১ পৃষ্ঠা)**

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি আয়াতের তাফসীরে বলেন: মহান আল্লাহ পাকের একাদশতম অনেক প্রিয় কারণ তিনি একাদশতম পারায় একাদশতম রুকুতে আউলিয়ায়ে কেরামের আলোচনা

www.dawateislami.net

করেছেন। **(তাফসীর খাযাইনুল ইরফান, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)** অর্থাৎ এইমাত্র যে আয়াতটি বর্ণনা করা হয়েছে তা একাদশতম পারায় একাদশতম রুকুতে রয়েছে।

কিয়া গোওর যব গিয়ারভী বারভী মে
মুআম্মা ইয়ে হাম পার কুলা গাউসে আযম
তুমহে ওয়াসাল বে ফাসাল হ্যায় শাহে দি সে
দিয়া হক নে ইয়ে মার্তাবা গাউসে আযম

(যওকে নাত, ১৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদের প্রিয় মুর্শিদ সায়্যিদি হুযুর গাউসে পাক অনেক বড় আল্লাহ পাকের ওলী ছিলেন বরং ওলীকুলের সর্দার ছিলেন। তাঁর বরকতময় নাম হলো আব্দুল কাদের। উপনাম হলো আবু মুহাম্মদ" এবং উপাধি "মুহিউদ্দিন, মাহবুব সুবহানী, গাউসুস সাকলাইন, গাউসুল আযম ইত্যাদি। তিনি ৪৭০ হিজরীতে বাগদাদ শরীফের কাছে জিলান শহরে রমযানের প্রথম তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্মানিত পিতার পক্ষ থেকে রাসূলের নাতি, মা ফাতেমার আদরের দুলাল, সায়্যিদুল-আসখিয়া, রাকিব দোশে মুস্তফা, ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র একাদশতম নাতি। **(বাহজাতুল-আসরার, ১৭১ পৃষ্ঠা)**

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মায়ের পক্ষ থেকে ইমাম আলী মকাম, সায়্যিদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র দ্বাদশ নাতি। যেমনটি আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্মানিতা মায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বংশধারা বর্ণনা করেন। **(নুযহাতুল খাতিরুল ফাতির, ১২ পৃষ্ঠা)** مَاشَآءَاللهُ এক্ষেত্রেও একাদশ এবং দ্বাদশের সাথে সম্পর্ক।

www.dawateislami.net

কিয়া গোওর যব গিয়ারভী বারভী মে
মুআম্মা ইয়ে হাম পার কুলা গাউসে আযম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার মুর্শিদ, আমার পীর, পীরদের পীর, পীর দস্তগীর, রওশন জমির, গাউসুস-সামাদানী, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, কিন্দিলে নূরানী, শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রমযান শরীফের প্রথম তারিখ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়ায় আগমন করেন, তখন আমার পীর ও মুর্শিদ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বরকতময় ঠোঁট নড়ছিল এবং আল্লাহ আল্লাহ শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছিল।

(আল-হাকায়িক ফিল-হাদায়িক, ১/১৩৯)

গাউসে পাকের জন্মের ক্ষেত্রেও বারভী ওয়ালে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার ফজরের সময় জন্ম গ্রহণ করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এগারো শত শিশু

যেদিন আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন জিলান শরীফে এগারো শতাধিক শিশুর জন্ম হয়েছিল, তারা সবাই বালক ছিল এবং সবাই ওলী হয়েছিল। **(তাফরিহুল-খাতির, ১৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

ওয়াহ ক্যায়া মর্তবা এ্যায় গাউস হে বালা তেরা
উঁচে উঁচু কে সরো সে কদম আলা তেরা
সর ভালা কেয়া কোয়ী জানে কে হে কেইসা তেরা
আউলিয়া মলতে হে আখে ওহ হে তালওয়া তেরা

কালামে রযার ব্যাখ্যা: অর্থাৎ হে গাউসে পাক! আপনার পবিত্র মস্তকের মহিমা, কে অনুধাবন করতে পারবে, আপনার পা যে জমিন স্পর্শ করে, আপনার পায়ের ধূলার মহিমা এই যে, আউলিয়াগণ আপনার পবিত্র পায়ের ধূলার সাথে তাঁদের চোখ স্পর্শ করে।

নববী মিহ আলাভী ফজল বাতুলী গুলশান
হাসনী ফুল হুসাইনী হে মেহেকনা তেরা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার মুর্শিদ, হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন বাল্যকালে খেলার ইচ্ছা করতেন, তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতো! হে আব্দুল কাদের! আমি তোমাকে খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করিনি। **(আল-হাকায়িক ফিল-হাদায়িক, ১৪০ পৃষ্ঠা)** যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদ্রাসায় আগমন করতেন তখন আওয়াজ আসতো! "আল্লাহর ওলীর জন্য জায়গা করে দাও।" **(বাহজাতুল-আসরার, ৪৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাঁকে "গাউস" কেন বলা হয়?

হে আশিকানে গাউসে আযম, "গাউস" শব্দের অর্থ হলো "ফরিয়াদ রাস", অর্থাৎ যিনি আর্তনাদ শুনেন, কারণ হুযুর গাউসে পাক মহান আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাকের কৃপায়, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গরীব, অসহায় এবং অভাবীদের সাহায্যকারী। এই জন্য তাঁকে গাউসে আযম বলা হয়। তাঁকে "পিরানে-পীর দস্তগীর" উপাধিতেও স্মরণ করা হয়। **(গাউস পাক কে হালাত, ১৫ পৃষ্ঠা)**

গাউস পাকের পরিবারবর্গ

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদের প্রিয় পীর ও মুর্শিদ, হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতার নাম আবু সালেহ মুসা জঙ্গী এবং তাঁর মাতার নাম ছিল উম্মুল খায়র ফাতিমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا।

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সম্মানিত পিতা জিলান শরীফের মহান বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপাধি"জঙ্গী দোস্ত" এজন্য হয়েছে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পার্থিব কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি শরীয়ত ও দ্বীনি বিষয়াদিতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত করার ক্ষেত্রে তাঁর যুগে অতুলনীয় ছিলেন, নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিখ্যাত এবং এমনকি এই বিষয়ে নিজের প্রাণের তোয়াক্কা করতেন না। সুতরাং

মদের পাত্র ভেঙ্গে দিলেন

একদিন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন জামে মসজিদে যাচ্ছিলেন, তখন সেই যুগের খলিফার কিছু খাদেম সাবধানে মদের পাত্র (মটকা) মাথায় তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তাদের দিকে তাকালেন তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং সেই পাত্র গুলো ভেঙে দিলেন। তাঁর মাহাত্ম্য ও মহিমার সামনে কোন কর্মচারীর কিছু বলার সাহস ছিল না, তারা সেই যুগের খলিফার সামনে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো, তখন খলিফা

www.dawateislami.net

বললেন: সায়্যিদ মুসা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে অবিলম্বে আমার দরবারে হাজির করো। হযরত সায়্যিদ মুসা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অর্থাৎ গাউসে পাকের সম্মানিত পিতা রাজ দরবারে উপস্থিত হলেন, খলিফা তখন রাগান্বিত অবস্থায় একটি চেয়ারে বসে ছিলেন, তিনি বিদ্রুপ করে বললেন: "আমার কর্মচারীদের পরিশ্রম নষ্ট করার আপনি কে?" হযরত সায়্যিদ মুসা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন। : "আমি মুহতাসিব (অর্থাৎ হিসাব গ্রহণকারী) এবং আমি আমার গুরু দায়িত্ব পালন করেছি।" খলিফা বললেন: "কার আদেশে আপনি মুহতাসিব নিযুক্ত হয়েছেন? হযরত সায়্যিদ মুসা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দাপটের সুরে বললেন: "যার আদেশে তুমি শাসন করছ।" তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এ উক্তি শুনে খলিফা আবেগ আপ্লুত হয়ে গেলেন, তিনি হাঁটুতে মাথা রেখে বসে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে নম্র সুরে বললেন: ইয়া সায়্যিদি (হে আমার মুনিব!) امر بالمعروف اور نَهی عَنِ الۡمُنۡكَر (সৎকাজের দাওয়াত ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা) ব্যতীত পাত্র ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে আর কী রহস্য লুকায়িত রয়েছে? তিনি বললেন, তোমার অবস্থার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে এবং তোমাকে ইহকাল ও পরকালে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে" খলিফার উপর তাঁর এই প্রজ্ঞাময় কথাবার্তা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে এবং তিনি প্রভাবিত হয়ে তাঁর খেদমতে আরয করলেন: "আলিজাহ! আপনি আমার পক্ষ থেকেও মুহতাসিব নিযুক্ত হয়েছেন। গাউসে আযমের পিতা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর তাওয়াক্কুল পূর্ণ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন: "আমি যখন আল্লাহ কর্তৃক মুহতাসিব নিযুক্ত হয়েছি, তখন আমাকে সৃষ্টির দ্বারা নিযুক্ত হওয়ার দরকার কি?" সেই দিন থেকে তিনি জঙ্গী দোস্ত উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। **(সিরাতে গাউসুস সাকলাইন, ৫৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

কিউ না কাসিম হো কে তু ইবনে আবিল কাসিম হে
কিউ না কাদির হো কে মুখতার হে বাবা তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ:২০ পৃষ্ঠা)

গাউসে পাকের নানাজান

হুযুর গাউস পাক হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নানাজান হযরত আবদুল্লাহ সাউমাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিলান শরীফের ওলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত ধার্মিক হওয়ার পাশাপাশি কাশফ ও কারামত এবং একজন মহান আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন মুস্তজাবুত দাওয়াত তথা যার দোয়া কবুল হতো। **(বাহজাতুল-আসরার, ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠা)**

নানা জানের কারামত

বাহজাতুল আসরার শরীফে আছে: হযরত আবদুল্লাহ কাযভীনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের কিছু পরিচিত লোক একটি কাফেলার সাথে সমরকন্দ যাচ্ছিলেন, যখন তারা মরুভূমিতে পৌঁছলেন, তখন ডাকাতরা হামলা করলো। তখন তারা সেই কঠিন মুহূর্তে শায়খ আবদুল্লাহ সাউমাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ডাকলো তো গাউসে পাকের নানা হযরত আবদুল্লাহ সাউমাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং "سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا الله" পাঠ করলেন। তখন ডাকাতরা পাহাড়ে উঠল এবং তাদের কেউ কেউ বনে পালিয়ে গেল। **(বাহজাতুল-আসরার, ১৭২ পৃষ্ঠা)**

ফুফু জানের কারামত

হযরত গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ফুফু জানের উপাধি ছিল উম্মে মুহাম্মদ এবং তার বরকতময় নাম ছিল আয়েশা বিনতে আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও কারামত সম্পন্ন নারী। লোকেরা তাদের সমস্যা

www.dawateislami.net

সমাধানের জন্য তাঁর নিকট দোয়া করাতে আসত। একবার জিলানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো (শস্যের ঘাটতি দেখা দিলো) লোকেরা ইস্তেস্কার নামায পড়ল (বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে যে নামায পড়া হয়) কিন্তু বৃষ্টি হলো না তখন তারা গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র ফুফুজান হযরত সায়্যিদা আয়েশা বিনতে আবদুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا 'র ঘরে এসে তাঁকে বৃষ্টির জন্য দোয়া করার অনুরোধ করলো। গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র ফুফুজান তাঁর বাড়ির উঠানে এলেন এবং মাটিতে একটি ঝাড়ু দিয়ে দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ পাক আমি!" ঝাড়ু দিয়ে দিলাম এখন তুমি পানি ছিটিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ থেকে এতো মুষলধারে বৃষ্টি নামলো যেনো মশকের মুখ (পানির নল) খুলে দেয়া হলো, লোকেরা তাদের ঘরে এ অবস্থায় ফিরলো যে, সবাই পানিতে ভিজে গেলো এবং জিলান শহর খুশি হয়ে গেলো।

(বাহজাতুল-আসরার, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদ ও আলি নাসাব দর আউলিয়া আসত
নূরে চশমা মুস্তাফা ও মুরতাদা আসত

আওলাদে মুবারক

তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সন্তানদের বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন, এই কারণেই তাদের অধিকাংশই জ্ঞান ও মাহাত্মের আকাশে সূর্যের মতো আলোকিত হয়েছিল। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র কয়েকজন পুত্রের নাম হলো: সৈয়দ আব্দুল ওয়াহাব, সৈয়দ আব্দুল রাজ্জাক, সৈয়দ আব্দুল আজিজ, সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, সৈয়দ আব্দুল জব্বার, সৈয়দ মুহাম্মদ মূসা, সৈয়দ মুহাম্মদ ঈসা, সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, সৈয়দ মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ। যুবদাতুল আছার-এ রয়েছে: তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র সন্তান সন্ততির কাছ থেকে

www.dawateislami.net

মানুষ কতটা জ্ঞান অর্জন করেছিলো এবং তৎকালীন বড় বড় আলেমগণ তাঁদের কাছ থেকে কতটা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, এই ধরনের জ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং আধ্যাত্মিক ফয়েয অন্য কোন ওলীর বংশধরে দেখা যায়নি।

(যুবদাতুল আছাক, ৪১ পৃষ্ঠা)

গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ভাই

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র একজন ভাই ছিলেন যার নাম হলো সৈয়দ আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। তিনি হযরত গাউস পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র চেয়ে ছোট ছিলেন এবং প্রচুর জ্ঞান ও তাকওয়া অর্জন করেছিলেন কিন্তু তিনি যৌবনেই ইন্তেকাল করেছিলেন। **(মিরআতুল জিনান ৩/২৬৫)** গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বংশ ছিল একটি সৎ পরায়ন বংশ। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নানাজান, দাদাজান, পিতামহ, সম্মানিত মাতা, ফুফুজান, ভাই ও সাহেবজাদাগণ সবাই ছিলেন মুত্তাকী ও পরহেযগার, এই কারণে লোকেরা তার বংশকে "অভিজাত পরিবার" বলে ডাকত।

সাম্রাজ্যের মূল্য যবের সমানও নয়

শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউস পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে সানজারের রাজা নিমরোজের প্রধান (নিমরোজ দেশের রাজা) চিঠি পাঠালেন যে, আমি আপনাকে রাজ্যের কিছু এলাকা উপহার স্বরূপ দিতে চাই যাতে আপনিও আমার মতো আরাম আয়েশে জীবনযাপন করতে পারেন।

হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার উত্তরে (ফার্সিতে) একটি রুবায়ি (চারটি পংক্তি) লিখে পাঠালেন (যার অনুবাদ নিম্নরূপ:

www.dawateislami.net

আমার হৃদয়ে যদি থাকে সানজার দেশের নুন্যতম লালসা, তাহলে সানজার রাজার কালো রঙের মুকুটের মতো আমার ভাগ্য ও কালো হয়ে যাবে, অর্থাৎ আমার ভাগ্যও কালো হয়ে যাবে, কারণ যখন আমি রাত্রি জাগরণ ও আল্লাহ পাকের স্মরণের মতো অমূল্য সম্পদের রাজত্ব পেয়ে গেছি তখন নিমরোজ রাজ্য আমার নিকট যবের দানা সমপরিমাণ মূল্যও রাখে না। **(আখবারুল-আখিয়ার, ২০৫ পৃষ্ঠা)**

উনকা মাঙ্গতা পাও সে টুকরা দে ওহ দুনিয়া কা তাজ
জিস কি খাতির মারগায়ে মুনয়িম রগড় কর এড়িয়া

হুযুর গাউসে আযম দস্তগীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ জিজ্ঞেসা করলো, "আপনি কখন থেকে নিজেকে নিজে ওলী হওয়ার বিষয়টি জানেন? তিনি বললেন: যখন আমার বয়স দশ (১০) বছর ছিলো, আমি বাড়ি থেকে মক্তবে (অর্থাৎ মাদ্রাসায়) পড়তে যেতাম তখন ফেরেশতাদের দেখতাম, যারা ছেলেদের বলতো, "আল্লাহর ওলীর জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দাও। **(বাহজাতুল আসরার ৪৮ পৃষ্ঠা)**

ফেরেশতা মাদ্রেসে তাক সাত পৌঁছানে কো জাতে থে
ইয়ে দরবারে ইলাহী মে হে রুতবা গাউসে আযম কা

(কাবায়িলে বখশিশ: ৯৬ পৃষ্ঠা)

হে পীরে পীরা	**গাউসে পাক**	**মুশকিল হো আসাঁ**	**গাউসে পাক**
এ মীরে মীরা	**গাউসে পাক**	**দো দরদ কা দরমা**	**গাউসে পাক**
মাহবুবে সুবহাঁ	**গাউসে পাক**	**ফরমাও এহসান**	**গাউসে পাক**
ওলীও কে সুলতান	**গাউসে পাক**	**রাহাত কা সামান**	**গাউসে পাক**
মাহবুবে ইয়াযদা	**গাউসে পাক**	**বুলওয়াও জানা**	**গাউসে পাক**
সুলতানের জিশা	**গাউসে পাক**	**বান যাও মেহমান**	**গাউসে পাক**

www.dawateislami.net

জিস ওয়াক্ত চলে যান	গাউসে পাক	টাল যায়ে শয়তান	গাউসে পাক
ইয়া পীর হো এহসান	গাউসে পাক	বাঁচ যায়ে ঈমান	গাউসে পাক
পুরা হো জানা	গাউসে পাক	উফ হাশর কা ময়দান	গাউসে পাক
দিদার কা আরমান	গাউসে পাক	লু যেরে দামান	গাউসে পাক
হো যায়ে মেরি জান	গাউসে পাক	হো মেরি জানা	গাউসে পাক
ব্যস আপ পে কোরবান	গাউসে পাক	বকশিশ কা সামান	গাউসে পাক

(ওয়াসায়িলে বখশিশ: ৫৯ পৃষ্ঠা)

গাউসে পাকের ঘোষণা

হাফিয আবুল-ইয আব্দুল মুগিছ বিন আবু হারব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা বাগদাদে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র "রাবাতা হালবা" নামক ইজতিমায় উপস্থিত ছিলাম। তখন ইরাকের বেশির ভাগ মাশায়েখগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ান করছিলেন ঠিক তখনই তিনি বললেন " قَدَمِي هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي الله অর্থাৎ আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর, একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আলী ইবনে হায়তী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উঠে মিম্বরের পাশে গিয়ে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বরকতময় পা তাঁর গর্দানে রাখলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই সামনে অগ্রসর হয় তাদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন।

(বাহজাতুল-আসরার ২১, ২২ পৃষ্ঠা)

ইয়ে দিল ইয়ে জিগর হে ইয়ে আখেঁ ইয়ে সর হে
জাহা চাহো রাখো কদম গাউসে আযম
কদম কিউ লিয়া আউলিয়া নে সরো পর
তুমহি জানো ইসকে হিকাম গাউসে আযম
দামে নাযআ সারহানে আজাও পিয়ারে
তুমহে দেখ কার নিকলে দম গাউসে আযম

www.dawateislami.net

কোয়ি দম কে মেহমান হে আ যাও ইস দাম
কে সিনে মে আটকা হে দম গাউসে আযম
দমে নাযআ আও কে দম আয়ে দম মে
করো হাম পে ইয়াসিন দম গাউসে আযম
তোমারে করম কা হে নূরি ভি পিয়াসা
মিলে ইয়ামসে ইসকো ভি নাম গাউসে আযম

(সামানে বখশিশ: ১২৬-১২৮ পৃষ্ঠা)

আব্দুল কাদের সত্য কথা বলেছেন

ইমাম আবুল-হাসান আলী শাতানুফি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রিয়নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দীদার দ্বারা শায়খ খলিফায়ে আকবর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অধিকহারে ধন্য হতেন। তিনি বললেন: আল্লাহ পাকের শপথ! নিশ্চয়, আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে (স্বপ্নে) দেখলাম তখন আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! শায়খ আব্দল-কাদের বলেন, আমার পা আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দাদের উপর। আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আব্দুল কাদের সত্য বলেছেন এবং কেনই বা হবেন না কারণ তিনিই কুতুব এবং আমি তাঁর রক্ষক। **(বাহজাতুল-আসরার: ২৭ পৃষ্ঠা)**

সায়্যিদি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন গাউসে পাকের দরবারে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে লিখেছেন: কালবে বাবে আলি (অর্থাৎ এই বরকতময় দুয়ারের কুকুর, অর্থাৎ বিশ্বস্ত গোলাম) আরয করে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আল্লাহ পাক আমাদের আক্বাকে এ কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, একথা বলার সময় তাঁর ক্বলবে মুবারক (অর্থাৎ বরকতময় হৃদয়ে) তাজাল্লী বর্ষণ করেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খিলআত (মূল্যবান পোশাক) পাঠালেন সমস্ত আউলিয়াকে জড়ো করা হলো, এই পোশাকটি সকলের সামনে তাঁকে পরানো হলো। ফেরেশতারা জড়ো হলেন, রিজালুল-গাইব (ইনারাও

www.dawateislami.net

আউলিয়ায়ে কেরামদের একটি প্রকার) সালাম করলেন। পৃথিবীর সকল আউলিয়াগণ তাঁদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন। এখন যার ইচ্ছা (তার উপর) খুশি থাকবে, যার ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হবে। **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৮/৩৮৫)**

সরো পর জিসে লেতে হে তাজ ওয়ালে,
তোমহারা কদম হে ওহ ইয়া গাউসে আযম।
লিপট যায়ে দামান সে উসকে হাজারো,
পাকাড় লে জু দামান তেরা গাউসে আযম।

(যওকে নাত, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

শুধু মাথার উপর নয় বরং চোখের উপরও

চিশতী তরিকার মহান বুযুর্গ খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দিন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর

যৌবনকালে খোরাসান দেশের একটি পাহাড়ের গুহায় ইবাদত করতেন, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন বাগদাদ শরীফে এ কথা বললেন: قَدَمِي هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي الله অর্থাৎ আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর, তৎক্ষণাৎ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (সেখানে বসে বসে এটি শুনে) তাঁর মাথা মুবারক ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং বললেন "بَلْ عَلٰى رَأْسِي অর্থাৎ বরং আমার মাথার উপরও।" **(সিরাতে গাউসুস সাক্বালাইন, ৮৯ পৃষ্ঠা)**

জবসে তুনে কদমে গাউস লিয়া হ্যায় সর পার
আউলিয়া সরপে কদম লেতে হে শাহা তেরা
মহিউদ্দিন গাউস হে অর খাজা মঈনুদ্দিন হে
এ্যায় হাসান কিউ না হো মাহফুজ আকিদা তেরা

(যওকে নাত, ২৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নিজের পক্ষ থেকে বলেননি

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়ায় বলেন: কখনো কখনো আউলিয়াদের উচ্চবাণী বলার আদেশ করা হয় যাতে যারা তাঁদের উচ্চ স্থান সম্পর্কে অজ্ঞ তারা জানতে পারে বা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ করার জন্য, যেমনটি হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বেলায় ঘটেছিল যে, তিনি হঠাৎ তাঁর বয়ানে বলে দিলেন যে, আমার এই পা প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর, তা তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর সমস্ত আউলিয়াগণ মেনে নিয়েছিলেন। আর একটি দল থেকে বর্ণিত, সমস্ত জ্বীন ওলীরাও এবং সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন। **(ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়াহ, ৪১৪ পৃষ্ঠা)** অনেক আরেফীনে কেরাম (আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভকারী বুযুর্গ) বলেন, হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের পক্ষ থেকে قَدَمِي هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي الله বলেননি বরং মহান আল্লাহ তার কুতুবিয়তের মহান মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কোনো ওলীর জন্য গর্দান নত করা ব্যতীত এবং পবিত্র কদম নিজেদের গর্দানের উপর নেওয়া ব্যতীত কোনো অবকাশ ছিল না, বরং বহু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র জন্মের একশ বছর পূর্বে অতীতের অনেক ওলীগণ এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, শীঘ্রই অনারবে একজন মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন এবং বলবেন যে, আমার এই পা প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর। তখন তৎকালীন সমস্ত ওলীরা তাঁর কদমের নিচে মাথা রাখবে এবং তাঁর কদমের ছায়াতলে প্রবেশ করবে। **(ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়াহ, ৪১৪ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

গাউস পর তো কদম নবী কা হে উনকে যেরে কদম ওলী সারে
হার ওলী নে ইয়েহি পুকারাহে ওয়াহ কেয়া বাত গাউসে আযম কি
উনআ দুশমন খোদা কা হে মাকহুর উসকি রহমত সে হোগেয়া ওহ দূর
বুগয মে জিস নে সার ওভারা হে ওয়াহ কেয়া বাত গাউসে আযম কি

(ওয়াসায়িলে বখশিশ: ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

বেলায়ত নবুয়তের উর্ধ্বে নয়

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, প্রত্যেক ওলী কারো না কারো কদমে রয়েছে আর আমি আমার নানা অর্থাৎ নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কদমে রয়েছি। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখান থেকেই কদম তুলেছেন আমি সেখানেই আমার কদম রেখেছি কিন্তু আমি নবুওয়াতের জায়গায় পা রাখতে পারি না, কারণ এই মর্যাদা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام জন্য নির্দিষ্ট। **(বাহজাতুল-আসরার, ৫১ পৃষ্ঠা)**

কাসীদায়ে গাউসিয়ায় হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

وَكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَال

অনুবাদ: প্রত্যেক ওলী আমার কদমে রয়েছে আর আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কদমে রয়েছি যিনি নিখুঁত আকাশের নিখুঁত পূর্ণিমার চাঁদ।

মুস্তাফা কে তনে বে সায়া কা সায়া দেখা
জিসনে দেখা মেরি জান জালওয়ায়ে যেবা তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ: ১৯ পৃষ্ঠা)

মুকুটধারীরা যাকে মাথায় নেয়

হযরত সৈয়দ আহমদ কবির রিফাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন আমার গর্দানের উপর এবং এই নগন্য আহমদও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত যাদের গর্দানের

www.dawateislami.net

উপর গাউস পাকের কদম রয়েছে, এ কথা বলার এবং গর্দান ঝুঁকানোর কারণ জিজ্ঞেসা করলে তিনি বলেন, এখন হযরত শায়খ আব্দুল কাদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাগদাদ শরীফে ইরশাদ করেছেন যে "আমার এই পদযুগল প্রত্যেক আল্লাহর ওলীর কাঁধে" তাই আমিও মাথা ঝুঁকিয়ে দিলাম এবং আবেদন জানালাম যে, এই নগন্য আহমদও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, (সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার পীরানের পীর) শায়খ আব্দুল কাহের আবুন নাজীব সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন (গর্দান কেন) বরং আমার মাথার উপর, আমার মাথার উপর। সায়্যিদ আবু মাদইয়ান শোয়াইব মাগরিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ! আমি তোমাকে এবং তোমার ফেরেশতাদের সাক্ষ্য করছি যে, আমি "قدمی" শব্দটি শুনেছি এবং আদেশ পালন করেছি। শায়খ আব্দুল রহিম কানাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পবিত্র গর্দান ঝুঁকিয়ে বললেন, "তিনি সত্য বলেছেন।" সত্যবাদীরা সত্য গ্রহণ করেছে। **(ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়াহ,: ৪১৪ পৃষ্ঠা)**

শায়খ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি হুযুর গাউসে আযমের বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত। একদিন তিনি গাউসে পাকের অনুপস্থিতিতে বললেন, এই যুবক সৈয়দের কদম সকল ওলীদের গর্দাদের উপর থাকবে, আল্লাহ পাক তাঁকে আদেশ করবেন যে, বল; আমার এই পা প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর এবং তৎকালীন সমস্ত আউলিয়াগণ তাঁর জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দিবেন এবং তাঁর মর্যাদা প্রকাশ হওয়ার কারণে তাঁকে সম্মান করবেন।

(নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির, ২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

الحمد لله আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مد ظلہ العالی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ماشاء اللہ الکریم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net